মেহেরপুরে পৃথক দুই সড়ক দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত, আহত ৭ জন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত শাহিন এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত কাজিপুর গ্রামের ছাদিমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শাহিন মোটরসাইকেল যোগে দ্রুতগতিতে কাজিপুর থেকে বামন্দীর দিকে যাচ্ছিলেন। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের অদূরে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রবিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের সদর উপজেলার গোপালপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিন নারীসহ সাতজন আহত হয়েছেন।

বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আহতরা হলেন গাংনীর পাকুড়িয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে ইমরান হোসেন (২৪), সদর উপজেলার আলমপুরের মোতালেব হোসেনের ছেলে রাসেল (২২), শ্যামপুরের রইস উদ্দিনের ছেলে জামাত আলী, গাংনী চৌগাছা গ্রামের শাকিল হোসেনের স্ত্রী রজনি (৩০), সপাকুড়িয়া গ্রামের ইয়ানুর রহমানের স্ত্রী হীরা (৩২), সদর উপজেলার দিঘীরপাড়ার মফা মন্ডলের ছেলে মন্টু (২৫)।

জানা গেছে, আলমপুর গ্রামের রাসেল মোটরসাইকেলযোগে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় ইমরান পরিচালিত একটি ইজিবাইক যাত্রী নিয়ে গাংনীর দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ মোটরসাইকেল উল্টো দিকে চলে গেলে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীসহ ইজিবাইকের যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিক মিজানুর রহমান আহত

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার দুপুর ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলা মডেল মসজিদে নামাজ আদায় করে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর মোটরসাইকেলের সামনে হঠাৎ একটি কুকুর চলে এলে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন।

পরে, তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

রাজশাহী থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ১ আহত ৩

রাজশাহী মেডিকেলে রক্ত দিয়ে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন এবং তিনজন আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত ২টা ৩০ মিনিটের দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সিজারিয়ান রোগীকে রক্তদান শেষে ফেরার পথে নাটোরের বনপাড়া হাইওয়ে থানার অদূরে একটি গাছের সঙ্গে মাইক্রোবাসটি ধাক্কা খায়। ঘটনাস্থলেই খন্দকার আজাদ হোসেন (৫০) মৃত্যুবরণ করেন।

নিহত খন্দকার আজাদ হোসেন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের ঘোষবিলা গ্রামের মৃত আবু তাহেরের ছেলে। তিনি পেশায় একজন চায়ের দোকানদার ছিলেন।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন ঘোষবিলা গ্রামের মৃত আসমান আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম এবং গাড়িচালক শীলন ইসলাম, তিনি আব্দুল খালেকের ছেলে।

খন্দকার আজাদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে ঘোষবিলা গ্রামের কবরস্থানে নামাজে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১ আহত ৩

ঝিনাইদহ-মাগুরা মহা সড়কের চারমাইল নামক স্থানে সড়কের পাশে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ধান বোঝায় একটি ট্রাকে বাসের ধাক্কায় ট্রাকের হেলপার আলিমুল ইসলাম (২৬) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে চালকসহ আরও ৩ জন।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ভোরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিমুল ইসলাম নড়াইল সদর উপজেলার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের পাঁচমাইল এলাকায় একটি ধানবোঝায় ট্রাক বিকল হয়ে গেলে রাস্তাায় রেখে মেরামত করছিলো ট্রাকের হেলপার ও চালক। সেসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যশোরের চৌগাছাগামী মামুন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের হেলপার আলিমুল মারা যান। আহত হয় গাড়ির চালক ও যাত্রীসহ ৩ জন।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার এস আই ইয়াছির আরাফাত বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। কুয়াশা আর

অতিরিক্ত গতির কারণে এ দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে।

১ যুগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১ লাখ ১৬ হাজারের বেশি

বিগত ১২ বছরে সারাদেশে ৬৭ হাজার ৮৯০টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৭২৬ জন নিহত ও ১ লাখ ৬৫ হাজার ২১ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

সংগঠনটি বলেছে, দুর্নীতি, ভুলনীতি ও পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি সড়কে ‘গণহত্যার’ জন্য দায়ী।

মঙ্গলবার সকালে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৫ উপলক্ষে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী এসব তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌ ও রেলপথে চলাচল করত এবং মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ সড়কপথ ব্যবহার করত। ফলে সড়ক দুর্ঘটনাও সীমিত ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দাতা সংস্থার প্রেসক্রিপশনে একের পর এক সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের নামে ব্যাপক লুটপাট এবং সড়কে একচেটিয়া চাপ বাড়ানোর কারণে এখন ৮০ শতাংশ মানুষ সড়কপথে চলাচল করছে, আর দুর্ঘটনাও ৮০ শতাংশ বেড়েছে।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে পরিবহন খাতে সীমাহীন অনিয়ম-দুর্নীতি, পরিবহন মালিক-শ্রমিক ও দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মকর্তাদের চাঁদাবাজি, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও মাদকাসক্ত চালক, এবং লাইসেন্সহীন গাড়ি চলাচলের কারণে সড়কে বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।’

তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাব করা হয়েছে, বাস্তব সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

যাত্রী কল্যাণ সমিতির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে সড়কে ১ লাখ ১৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

সংগঠনটির ভাষায়, ‘একই সময়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে গাজায় নিহত ৬৭ হাজার, আর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ৪৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সড়কে নিহতের সংখ্যা সেই যুদ্ধের চেয়েও বেশি।’

তারা বলেন, ‘এ যেন দেশের সড়কে এক প্রকার গণহত্যা, যার দায় সরকারের ভুলনীতি ও দুর্নীতি।’

সংগঠনের মতে, দীর্ঘদিন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা ওবায়দুল কাদেরের সময়েও পরিবহনে বিশৃঙ্খলা রোধে কোনো কার্যকর পরিকল্পনা দেখা যায়নি।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পরও নীতিমালায় দৃশ্যমান পরিবর্তন না আসায় দুর্ঘটনা ও যানজট বেড়েই চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে সড়কে শৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা কমাতে সংগঠনটি ১২ দফা সুপারিশ উপস্থাপন করে। এর মধ্যে রয়েছে—নৌ ও রেলপথকে সড়কের সঙ্গে সমন্বয় করে একীভূত পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

পরিবহন খাতের চাঁদাবাজি, অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কাঠামোগত সংস্কার।

ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভাগীয় শহরে সরকারি উদ্যোগে পাতাল মেট্রোরেল চালু।

প্রতিটি শহরে ডিজিটাল লেনদেনভিত্তিক অন্তত দুটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট (BRT) লেন চালু।

জেলা-উপজেলা পর্যন্ত শক্তিশালী বাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা আমদানি ও বিপণন বন্ধ।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ চালক তৈরিতে সরকারি উদ্যোগ।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

সড়ক দুর্ঘটনার মামলায় সরকারি উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

যাত্রী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বচ্ছতা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।

সারাদেশে সাইক্লিস্ট ও পথচারীদের জন্য আলাদা লেন ও নিরাপদ ফুটপাত নির্মাণ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন, যাত্রী কল্যাণ সমিতির সভাপতি শরীফ রফিকুজ্জামান, বারভিটার সভাপতি আবদুল হক, ড্রাইভার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বাদল আহমেদ প্রমুখ।

সূত্র: দ্য নিউজ ২৪ ।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাইফুল ইসলামের স্মরণে মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মহাজনের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৭ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে গতকাল বুধবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের পুলিশ লাইন পাড়ায় এই স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এছাড়াও এসময় বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, হাবিব ইকবাল, আব্দুস সাত্তার মুক্তাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়।

[redacted]

[redacted]

ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রীর মৃত্যু, পা হারালেন স্বামী

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ড্রাম ট্র্যাকের সাথে মোটর সাইকেলের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী’র মৃত্যু হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারালেন স্বামী রিমন হোসেন (২৪)।

নিহত তারিন হক রিতু (১৯) ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ১৬দাগ মধ্য পাড়া এলাকার মৃত রাশেদুল হক রতনের মেয়ে।

ভেড়ামারা থানা ও এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৮টার সময় মোটর সাইকেল যোগে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়। ভেড়ামারা- কুষ্টিয়া মাহাসড়কের ১২ মাইল নামকস্থানে ঘাতক ড্রাম ট্র্যাক মোটর সাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তারিন হক রিতু’র মৃত্যু হয়।

তারিন হক রিতু’র স্বামী এক পা হারান। আহত তারিন হক রিতু’র স্বামী কে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

এদিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রব তালুকদার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ভেড়ামারার ১২ মাইল নামকস্থানে ঘাতক ড্রাম ট্র্যাক মোটর সাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তারিন হক রিতু’র মুত্যু হয়। তারিন হক রিতু স্বামী এক পা হারান।

সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে ৬ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১

সুনামগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক। সড়কটি সিলেট ও রাজধানী ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। এই সড়ক দিয়ে

জেলার ১২টি উপজেলার মধ্যে ৮টি উপজেলার মানুষ জেলা ও রাজধানীতে যাতায়াত করে। সড়কটি দিন দিন যেন এক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হচ্ছে।

গত ৬ মাসে এই সড়কে দুর্ঘটনায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আঞ্চলিক এই মহাসড়কটি এক লেনের ও সরু হওয়ায় প্রতিনিয়তই বাস-সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। এ ছাড়াও দুর্ঘটনার জন্য ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও অদক্ষ চালককে দায়ী করছেন তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ সিলেট সড়কের বাহাদুরপুর নামকস্থানে গত ৬ আগস্ট বাস ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফসানা জাহান খুশি ও সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী স্নেহা চক্রবর্তী প্রাণ হারান। এ ছাড়াও অটোরিকশায় থাকা আরো এক যাত্রী নিহত হন। দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সুনামগঞ্জবাসী। বাসচালককে গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন।

শাকিব মাহমুদসহ জেলার সচেতন মহল জানায়, আঞ্চলিক মহাসড়কে বাসের চেয়ে সিএনজি চালিত অটোরিকশাই বেশি চলাচল করে। এসব দুর্ঘটনার বেশিরভাগই অটোরিকশার কারণে ঘটছে। সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে ফিটনেসবিহীন বাস ও অদক্ষ চালকের গাফিলতির কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা।

জানা গেছে, জেলায় প্রায় ১৩ হাজার সিএনজি চালিত অটোরিকশা রয়েছে। এর মধ্যে নিবন্ধন আছে সাড়ে ৪ হাজারের।

বাকিগুলো চলছে বিবন্ধনহীনভাবে। অপরদিকে প্রায় সুনামগঞ্জ জেলায় বাস চলাচল করছে প্রায় এক হাজার। তাদের অধিকাংশেরই নেই ফিটনেস। সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক সড়কটি চার লেন প্রকল্পটি আটকে আছে মন্ত্রণালয়ে। সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালকদের অধিকাংশেরই নেই লাইসেন্স। একই দশা বাস চালকদের।

নাদিম আহমেদ, ফারুক মিয়াসহ শিক্ষার্থীরা জানান, বেশিরভাগ চালকই অদক্ষ ও লাইসেন্স নেই। অদক্ষ বাস চালকদের কারণে এই সড়কটি

মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

বাহাদুরপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা জহির মিয়া, শফিক মিয়াসহ কয়েকজন জানান, সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কটিকে এক লেন থেকে দুই লেন করলে দুর্ঘটনা কিছুটা কমে আসবে।

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শেখ আব্দুল লতিফ-প্রক্টোর জানান, গাড়ির চালকরা মাদকাসক্ত কি না সেটাও দেখা দরকার। সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আইন আছে সেই আইন প্রয়োগ করলে দুর্ঘটনা কমে আসবে।

সুনামগঞ্জ বিআরটিএ সহকারী পরিদর্শক দেলোয়ার হোসেন জানান, যেসব চালক হালকা যানের লাইসেন্স নিয়ে ভারী যান চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুনামগঞ্জ জেলা ট্রাফিক অফিস পরিদর্শক মো. হানিফ মিয়া জানান, চালকের অদক্ষতার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত আছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

পাবনা ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় ২ নারীর মৃত্যু

পাবনার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার সাহেবপাড়া এলাকায় অজ্ঞাত গাড়িচাপায় দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুই নারী এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। তাদের বয়স যথাক্রমে ৬০ ও ৩৫ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জান গেছে। খবর পেয়ে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, ভোরে সড়কের পাশে তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখে তারা থানায় খবর দেন। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে দ্রুতগামী কোনো

গাড়ি ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান।

ভাঙ্গুড়া থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।